দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

প্রফেসর শামসুল হকের নেতৃত্বে পরিদর্শন টিম গঠিত

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি ক্রয়ে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ

।। ফরহাদ মাহমুদ ।।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বগুড়া আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য 'মাত্রাতিরিক্ত' মূল্যে জমি ক্রয়ের একটি অপচেষ্টা শেষ মুহূর্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপে বানচাল হয়ে যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর শামসুল হকের নেতৃত্বে বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি পরিদর্শন টিম গঠিত হয়।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, প্রায় দু'শ' কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৯টি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপিত হতে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে বগুড়া আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য বিঘাপ্রতি ৫ লাখ টাকারও বেশি মূল্যে দু' একর জমি ক্রয়ের সকল বন্দোবস্ত প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছিল এবং মূল্য পরিশোধের জন্য চেকও তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আপত্তি উত্থাপন করা হলে তা আর বাস্তবায়িত হতে পারেনি। সংশ্লিষ্ট অন্যদের অনুমান, এ জমির মূল্য বিঘাপ্রতি দু' লাখ টাকার বেশি কোনক্রমেই হতে পারে না।

জানা গেছে, গত ১৭ই জুলাই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির এক সভা শিক্ষা সচিব মোঃ ইরশাদুল হকের সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর শামসুল হক বগুড়ায় অধিগ্রহণকৃত জমির প্রাক্কলিত মূল্য মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার কারণ জানতে চাইলে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরে প্রফেসর শামসুল হকের নেতৃত্বে একটি পরিদর্শন টিম গঠিত হয়। এই টিমকে বগুড়া ও অন্যান্য জেলায় আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করে অধিগ্রহণ কাজের অগ্রগতি ও প্রাক্কলিত মূল্যের যৌক্তিকতা যাচাইয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, বগুড়ায় যেখানে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয় তার পাশাপাশি এলাকায় ১৯৮৭ সালে একটি ওষুধ কোম্পানি বিঘাপ্রতি ৮০ হাজার টাকা দরে এবং একটি কোমল পানীয় প্রস্তুতকারী কোম্পানি বিঘাপ্রতি ৮৫ হাজার টাকা দরে প্রায় ১শ' বিঘা জমি ক্রয় করে।

একটি সূত্রে জানা যায়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডঃ শমসের আলীসহ কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জমি ক্রয়ের ব্যাপারে বগুড়ায় আঞ্চলিক কেন্দ্রের উক্ত স্থান পরিদর্শন করেন। তা সত্ত্বেও এধরনের ঘটনা ঘটায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অনেকের মনেই আশংকার সৃষ্টি করেছে।